কালে ঠিক দ্যাখতে পাইল আমারে। তড়িৎ গতিতে একজন আইস্যা বন্দুকের নল ঠেকাইল ঠিক আমার বুকে। তার হাতের আঙুল বন্দুকের ঘোড়ায়। মাইয়া দুটো ভয়ে আর্তনাদ কইরা ফেলল। বুঝলাম এখনই আমি শেষ হইয়া যাইব। ছেলেডারে কোলে শোয়াইয়া হাতজোড় করলাম। কিছু বাংলা কিছু উর্দুতে একজন শুধাইল, 'তোর স্বামী কোথায়, সত্যি কথা বল'। আমি যেন কেমন কইরা কইয়া ফেললাম 'সে যে কোথায় গ্যাছে, আমি জানি না'।... একজন ধমক দিয়া জিগাইল 'এ্যাই তোর জাত কী?' বন্দুকের নল আমার বুকে চাইপ্যা আছে। ভয়ে ভয়ে কইলাম 'আমি খ্রিস্টান'।... কাপা কাঁপা গলায় কইলাম, 'যিশু, যিশু ধর্ম'। শুনছিলাম খ্রিস্টানদের ওরা কিছু কইতেছে না। হঠাৎ এই কথাগুলো কেমন কইরা যেন মুখ থাইক্যা বারাইয়া গেল।" এই সব কথা পড়তে পড়তে কবি অজয় নাগের কবিতার পঙ্‌ক্তি (এই বইতেই উদ্ধৃত) সামনে এসে দাঁড়ায়— "যারা তোমার দুঃখের কথা জানে না/ তাদের কাছে গিয়ে বলব তোমার কথা/যারা তোমার সুখের কথা জানে না/তাদের কাছে গিয়ে বলব তোমার কথা/... যারা ছবি আঁকে কিন্তু রঙ খুঁজে পায় না/তাদের কাছে গিয়ে বলব তোমার ব্যথা।"

সুরঞ্জনা রায় লিখেছেন— "কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের সে সব ঘটনা মনে করলি এখনও চোখে জল আসে। আমার দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে। নিতান্তই শিশু। ভয়ে তারা একটা কথাও বলে না।... এত আতঙ্কের মধ্যে অন্য এক চিন্তা আমারে অস্থির করে তোলে। পেটে যেটা আছে, সে জানান দেয়, আমার এখন ভরন্ত সময়। খাওয়াদাওয়া নাই, ঘুম নাই। দুশ্চিন্তায় সারা হয়ে যাই। কোথায় জন্ম দেব তারে? জন্মালেও বাঁচাতে কী পারব? কোন নদী দিয়ে নৌকা চলেছিল, সে ভাবনা আমার মাথায় ছিল না।... যে কোনও সময় অস্ত্র বোঝাই পাক সেনার গানবোট আমাদের আক্রমণ করতি পারে।...মাথা থেকে মরণের চিন্তা দূর হয় না কিছুতেই।"

"স্বাধীনতা, তোমার চালচিত্র" শীর্ষক লেখায় ঝর্ণা রানি বিশ্বাস নিজের বেদনার্ত দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে মনখুশি শিকদার নামে এক ধর্ষিতার করুণ কাহিনি হাজির করেছেন। মনখুশির নিজের ভাষায় "গ্রামের আরও অনেক মহিলার সঙ্গে আমি ও আমার ছোট্ট মেয়েটা ধরা পড়ে গেলাম। ওরা আমাদের ধরে এনে কুড়িয়ানা স্কুলে ওদের ক্যাম্পে আটকে রাখল।... তারপর ওই বর্বররা রাতে আমাদের সকলের ওপর বীভৎস ও অসহ্য পাশবিক নির্যাতন চালাল। নয় বছরের সন্ধ্যা ছাড়া আমরা সকলেই ছিলাম বিবাহিত ও গৃহবধূ। তাদের পাশবিক নির্যাতনে আমার ছোট্ট মেয়েটা যন্ত্রণায় বলির পশুর মত ছটফট করছিল।... প্রথম প্রথম মেয়েটার অবিরত রক্ত ঝরত। চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর এল ভীষণ জ্বর।... জ্বরের মধ্যে চোখ মেলে জল চাইত। একটাও ডাক্তার দেখাতে পারলাম না। এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারলাম না। এইভাবে এক সময় সে নিথর হয়ে গেল। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে ওকে মরে যেতে দেখলাম।... এত বছর পরে, আমার একমাত্র শিশুকন্যা সন্ধ্যার উপর পশুর দল যে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছিল, তা মনে হলে, এখনও আমার হৃৎপিণ্ড যেন গলার কাছে উঠে আসে"। শ্রীমতী বিশ্বাস আমাদের জানিয়েছেন, কুড়িয়ানার স্কুল ক্যাম্পে বহু মেয়েকে পাকিস্তানি আর্মি তাদের বিকৃত লালসা চরিতার্থ করার জন্যে ধরে আনত। তারা চার-পাঁচদিন নির্যাতন চালিয়ে একদলকে ছেড়ে দিত, আবার ধরে নিয়ে আসত নতুন মেয়েদের। ক্যাম্পে এদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে রাখা হত, যাতে ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে পালিয়ে যেতে না পারে।

যুদ্ধ, দাঙ্গার সময়, এইভাবে, নারীশরীর কেন হয়ে ওঠে সেনা বা দাঙ্গাকারীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ? মনস্তত্ত্ববিদ নিকোলাস গ্রথ ধর্ষকদের নিয়ে একটি সমীক্ষায় *(Men Who Rape: The*

Scanned with CamScanner